VOL-1, Issue 3
For circulation to Subscribers only
Price : Rs. 2

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

প্রথম বর্ষ ঃ | আগষ্ট ২০১১ | শ্রাবণ - ভাদ্র ১৪১৮

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন ঃ	— ১
শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি Nibedon at the Maghotsav at Khar Brahmo Samaj : Sri Arobindo Sinha Roy	— ২
বাংলার নারী জাগরণে ব্রাহ্ম সমাজের দান ঃ শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত	— ৪
স্মরণিকা	— ৫
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ	— ৫
বিশেষ অনুষ্ঠান	— ৬
২০১১ সেপ্টেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী	— ৭
শোক সংবাদ	— ৭
সভ্য-সভ্যা	— ৭
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান	— ৮
An Informal Talk with Dr. Binayak Sen	— ৯
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	— ১০
ভ্রম সংশোধন	— ১১
বিশেষ আবেদন	— ১২
বিশেষ ঘোষণা	— ১২
Notice	— ১২

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033)6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

মনুসংহিতায় একটি মন্ত্র আছে—

"ধর্ম এব হতোহন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মোন হন্তব্যো মা নোধর্ম্মোহতোবধীৎ॥"

"যে ব্যক্তি ধর্মকে নষ্ট করেন, ধর্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন ধর্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। এতএব ধর্মকে নষ্ট করিবে না। ধর্ম হত হইয়া আমাদিগতে নষ্ট না করুক।"

আমরা পার্থিব জীবনের সকল প্রয়োজন মেটাই করুণাময় ঈশ্বরের অপার কৃপায়। ভাবলে অবাক হই যে কিছুই কৃতজ্ঞতাবোধ আমাদের নেই তবুও অকাতরে তিনি আমাদের দিয়েই চলেছেন প্রতিদিন। যা কিছু দিচ্ছেন অযাচিত ভাবে, তার জন্য প্রতিমুহূর্তে কৃতজ্ঞ থেকে যেন তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করি। এই চেষ্টাতেই ধর্ম জীবন শুরু হয়, এই চেষ্টার আন্তরিকতায় ধর্মকে রক্ষা করতে পারি। দেখা যাবে সব বিপদে, দুঃখে, শোকে, ভয়ে প্রলোভনে ধর্মই আমাদের রক্ষা করবেন। অর্থাৎ আমরা সব অবস্থায়ই ভগবৎ করুণায় শান্ত সমাহিত থাকব। তবে ধর্মকে রক্ষা করার অর্থ এই নয় যে কেবলই উপাসনায়, প্রার্থনায় বসে থাকব, সব সময়ই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করব আর সেবা বা কোন মঙ্গল অনুষ্ঠান করব না। প্রত্যেক মুহূর্তে যা শ্রেষ্ঠ বলে মনে হবে তা পালন করার চেষ্টা করব। আজ যা ভাল বলে মনে হল কাল তার চেয়েও ভাল কিছু ভাবলাম ও তাই করলাম। এইভাবে ক্রমশ মহত্তর পথে অগ্রসর হব। অবশ্যই কাজের সময় অন্তর্যামীর কাছে প্রার্থনা করব যেন তিনি যেন সহায় হন।

আমাদের পার্থিব প্রয়োজন ক্রমশ যেন কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। চাহিদা যেন কমে যায়। এ কাজ খুব কঠিন কিন্তু সাধনায় সব হয়। ঈশ্বর যেটুকু দেবেন তাতেই সন্তুষ্ট থেকে বারবার কৃতজ্ঞতা জানাবো। সর্বদা নীচের দিকে দেখব আরও কত দুঃখী, দরিদ্র আছেন তাঁরা কত কষ্ট করেন, ঈশ্বর আমাদের কত দিয়েছেন।

চাহিদা কমানোর আর একটি পথ হল একটি মঙ্গল অনুষ্ঠান শুরু করা যেকাজে স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। কিছু অর্থ, সময়, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য নির্দ্বিধায় যেন ত্যাগ করি ও সে জন্য যেন সর্বশক্তিমান দেবতার কাছে শক্তি লাভ করার জন্য প্রার্থনা করি। দেখা যাবে মঙ্গল কাজটি সম্পন্ন হলে খুব আনন্দ হয়। যদি কেউ প্রশংসা করেন, সব প্রশংসা যেন অন্তর্যামীর কাছে অর্পণ করি। বুঝতে পারব আনন্দ বেড়েই চলেছে।

পার্থিব বাসনা কামনা থেকে মুক্ত হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হল জীবন দেবতার কাছে অবিরাম প্রার্থনা করা। ধর্মগ্রন্থ পড়া, শাস্ত্র পাঠ, মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ — এসবে খুবই সাহায্য পাব। প্রেরণা, উৎসাহ, চারিত্রিক দৃঢ়তা সংযম শক্তি এই মূল্যবান পাথেয় সবই ধীরে ধীরে লাভ করব। মন শান্ত সমাহিত হবে। আমরা অন্তর্মুখী হতে পারব। কোন সন্দেহই নেই এসবই অনন্ত করুণাময় ঈশ্বরের দান, তিনিই ধর্মের মাধ্যমে তাঁর দিকে আমাদের আকৃষ্ট করছেন। অচিরেই উপলব্ধি করব আমাদের মন সর্বদাই অহেতুক আনন্দে ভরে উঠছে, এই হল আনন্দময়ের স্পর্শ। এই স্পর্শ একবার লাভ করলেই বার বার পেতে ইচ্ছে করবে। তখন আরও প্রার্থনার সাধনায় মগ্ন হব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোন মঙ্গল কাজ যেন প্রতিদিনই নিষ্ঠার সঙ্গে করার চেষ্ট করি। এইভাবে কামনা বাসনার অবসান হবে ঈশ্বরের অশেষ দয়ায়। দেখা যাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করাই যেন জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে। এই অবস্থায় মন উন্নত হলে ভগবৎ আনন্দে, ভগবৎ প্রেমে তিনিই আমাদের অন্তর ভরিয়ে তুলছেন। অনুভব করব ধর্মকে তিনিই রক্ষা করেছেন আমাদের জীবনে ও তিনিই ধর্মের মাধ্যমে আমাদের জীবন রক্ষা করছেন।

তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই তুমি আমাদের শ্বাসে প্রশ্বাসে প্রার্থনার স্রোত বইয়ে দাও। সব শোকে, আঘাতে, কঠিনের মধ্যে তোমার মঙ্গল স্পর্শ যেন পাই এই আশীর্বাদ কর। তোমার মঙ্গল কাজে যেন মন প্রাণ নৈবেদ্যর মত অর্ঘ্য দিতে পারি, মোহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে, হে আনন্দময় তোমার আনন্দ লাভের নেশায় আমাদের মাতোয়ারা কর। এই ভাবেই আমাদের সকলের জীবনগুলিকে তুমি ধন্য কৃতার্থ কর।

— শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি

'Nibedan' offered by Acharya Arobinda Sinha Roy at the Maghotsav Upasana at Khar Brahmo Samaj, Mumbai, on January 30, 2011

(Cont. from last issue)

There are a few amongst us who come to the *'Upasana'*, claiming they believe in the ONE GOD; one all-pervasive, immutable, supreme being. *Eka Me va Dwitiyam.* Yet they also go out and worship before various idols that represent so many different Gods. Should they call themselves Brahmos?

I think they are very confused individuals lost between two shores. I beg of them to read and discuss about Brahmo Dharma seriously, and become more knowledgable. Then decide which direction 'Satya' lies and worship accordingly. We should not harm the Samaj our forefathers helped to build with lifetime of devotion and courage, some times facing persecution and obstruction of the worst kind - by sending the wrong visual message to our fellow - Brahmos. As Rabindranath said "Let us not play "Dolls House" with God." Some may realize him better through idol worship. That is their choice. But as a Brahmo, you should be convinced about a Nirakar, 'one' God. You can not drink from both sides of the river !

If in doubt of the 'one God', the **'Kena' Upanishad** itself says "There is no god except the one...and only One. Who sees the many and not the One wanders on from death to death."

"As water raining down on a mountain-ridge runs down the rock on all sides, so the man who only sees a variety of things runs after them on all sides.

But as pure water raining on pure water becomes one and the same, so becomes, O seeker of Truth, the word of the sage who knows."

"As fire, though one, takes new forms in all things that burn; the Spirit, though one, takes new forms in all things that live. HE is within all, and is also outside."

"As the wind, though one, takes new forms in whatever it enters; the Spirit, though one, takes new forms in whatever that lives. HE is within all and is also outside."

"There is one Ruler, the Spirit that is in all things, Who transforms his One form into many. Only the wise who see Him as ONE in their souls, attain the joy eternal."

"He is the Eternal among things that pass away, the One Who fulfils the prayers of many. Only the wise who see him as ONE in their souls, attain the peace eternal."

"OM TAT SAT" - "This is That" - thus they feel the joy supreme."

The **Svetasvara Upanishad** says - "Let us know that highest great Lord of Lords, the highest deity of deities, the master of masters, the highest above, as God, the lord of the world, the adorable. There is no master of his in the world, no ruler of his, not even a sign of him."

"He is the one God, hidden in all beings, all-pervading, the self within all beings, watching over all works, dwelling in all beings, the witness, the perceiver, the only one eternal.

The wise who perceive him within their self, to them belongs eternal happiness - not to others."

"Aham Asmi" - "I am who am" ... God proclaims his sovereignty through all of nature ... through all of mighty creation. Not a leaf can fall ... not a rain drop ... if it were not for his will.

God is Great, and therefore He will be sought; He is good, and therefore He will be found. If in the day of sorrow we own God's presence in the cloud, we shall find him also in the pillar of fire, brightening and cheering our way as the night comes on. In all his dispensations God is at work for our good. In prosperity He tries our gratitude; in mediocrity, our steadfastness; and at all times, our obedience and trust in him.

"However, everbody today seems to be in such a terrible rush, anxious for greater developments and greater riches and so on, so that children have very little time for their parents. Parents have very little time for each other, and in the home begins the disruption of peace of the world." Don't be a twig that gets swept away in this tide.

(to be contd.)

— Sri Arobindo Sinha Roy

বাংলার নারী জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের দান

১৮৬৩ খৃঃ গোড়াতে দেশের প্রথম নারী সভা ভাগলপুর মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসাহী সদস্য উমেশচন্দ্র দত্ত মহিলাদের জন্য "বামাবোধিনী" পত্রিকা প্রকাশ করেন - এই পত্রিকাতেই মহিলারা প্রথম লেখিকা হবার সুবিধা পান।

এই আন্দোলন পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও বরিশালে দুর্গামোহন দাস ও রাখালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে প্রবল আকার ধারণ করে। ১৮৬৫ খৃঃ কেশবচন্দ্র মহিলাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ, তর্ক ইত্যাদির জন্য "ব্রাহ্মিকা সভা" স্থাপন করেন। ১৮৬৪ খৃঃ মেরী কার্পেন্টর ভারত ভ্রমণে এসে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মহিলা শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করার জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন ও নর্মাল পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করেন।

কেশব সেনের পর নারী প্রগতির নেতা হন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। স্ত্রীজাতীর অধিকার প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি একটি পাক্ষিক পত্রিকা "অবলা বান্ধব" বার করেন। প্রথম প্রবন্ধের বিষয় ছিল — শিক্ষা — শিক্ষনীয় বিষয় কি হওয়া উচিত। (১) আত্মরক্ষার্থে শিক্ষা (২) জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য অর্থকরী বিদ্যা (৩) সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা। সমাজের কুসংস্কার দূর করে মহিলাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্ম সমাজের বহু নেতা বিভিন্ন সময়ে আপ্রাণ সংগ্রাম করে গেছেন — সবার নাম এখানে করা সম্ভব নয়। ক্রমে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই (School) এর প্রধান ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন — আচার্য জগদীশচন্দ্রের বোন ও আনন্দোমোহন বোসের স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা বসু, দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও ডঃ পি. কে. রায়ের স্ত্রী সরলা দাস, হরসুন্দরী দত্ত, স্বর্ণময়ী দত্ত, স্বর্ণময়ী চ্যাটার্জী - পরে পার্বতীনাথ দাসগুপ্তের পত্নী, মনোমোহন ঘোষের ভাগ্নী — বিনোদমনি বসু, কাদম্বিনী বসু — মনোমোহন ঘোষের মামা ব্রজকিশোর বসুর কন্যা ও পরবর্ত্তী কালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী গিরিজা কুমারী সেন ও অবলা দাস — দুর্গা মোহন দাসের কন্যা ও জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী এবং আরো অনেকে। ধীরে ধীরে মহিলাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ১৮৮২ খৃঃ কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী B.A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে British সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা Graduate হন। গরীব বিধবা ও অনাথ মহিলাদের শিক্ষার জন্যও অন্তঃপুর শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। নারীরা যত শিক্ষিত হতে থাকলেন সমাজের চেতনা জাগ্রত হলো ও চেহারা তত পাল্টাতে লাগল। নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনেও দ্বারকানাথের উৎসাহ কম ছিল না। ১৮৮২ খৃঃ B.A. পাশ করে কাদম্বিনী দেবী মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৮৩ খৃঃ April মাসে বোম্বাই শহর থেকে গণপৎরাও বিনায়ক যোশীর পত্নী আনন্দিবাই যোশী আমেরিকার পেনসিলভিনিয়ায় চিকিৎসা শাস্ত্রঅধ্যয়নের জন্য রওনা হন। ১৮৮২ খৃঃ ব্রাহ্মবালিকাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য দ্বারকানাথ, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

প্রগতিশীল নারী আন্দোলন পরিচালনে যাঁরা রত ছিলেন তাঁরা নিজ পরিবারের মেয়েদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় অভ্যস্ত করে ক্ষান্ত হন নি, তাঁদের এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তাঁরা প্রায় সকলেই উত্তরকালে নব নব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে প্রমাণ করেছেন যে সংগঠন শক্তিতেও নারী কম নন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী ও পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী, রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারাণী ও অন্নদাদায়িনী, ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী, দুর্গামোহন দাসের কন্যা সরলা ও অবলা, কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি ও সুচারু, স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরন্ময়ী ও সরলা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সরোজিনী,

মৃণালিনী ও সুলাজিনী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা জ্যোতির্ময়ী ও জয়ন্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী ও বাসন্তী, ভুবমোহন দাসের কন্যা উর্মিলা, বরদানাথ হালদারের কন্যা বাসন্তী, অন্নদাচরণ খাস্তগিরের কন্যা কুমুদিনী, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী, নবীনচন্দ্র রায়ের কন্যা হেমন্তকুমারী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নারীরত্নগণ ও খৃষ্টান সমাজের ভুবনমোহন বসুর কন্যা চন্দ্রমুখী, বিধুমুখী, বিন্ধ্যবাসিনী ও রাজকুমারী নিজেদের কর্মক্ষমতার দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন যে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে নারীরাও সুবৃহৎ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এবং সমাজ রাষ্ট্র ও সাহিত্যের সেবায় পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারেন। সময়াভাবে তা বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হল না।

(ক্রমশঃ)

— শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

২রা আগষ্ট (১৮৬১)	—	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সার্ধশততম জন্মদিবস।
৮ই আগষ্ট (১৯৪১)	—	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭০ তম তিরোধান দিবস (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮)।
৯ই আগষ্ট (১৯৪২)	—	ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ৬৯ তম পূর্তি দিবস।
১১ই আগষ্ট (১৯০৮)	—	মহাপ্রাণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১০৩ তম তিরোধান দিবস।
১৫ই আগষ্ট (১৮৭২)	—	ঋষি অরবিন্দ ঘোষের ১৩৯ তম জন্মদিবস।
১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭)	—	ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৬৪ তম পূর্তি দিবস।
১৬ই আগষ্ট (১৮৮৬)	—	রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২৫ তম তিরোধান দিবস।
১৮ই আগষ্ট (১৯৮০)	—	ভক্তগায়ক দেবব্রত (জর্জ) বিশ্বাসের ৩১ তম তিরোধান দিবস।
১৯শে আগষ্ট (১৯০০)	—	আচার্য সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ১১১ তম জন্মদিবস।
২০শে আগষ্ট (১৯০৬)	—	শিক্ষাব্রতী আনন্দমোহন বসুর ১০৫ তম তিরোধান দিবস।
২২শে আগষ্ট (১৯১১)	—	ভক্তগায়ক দেবব্রত (জর্জ) বিশ্বাসের শততম জন্মদিবস।
২৩শে আগষ্ট (১৯৭৫)	—	সাংবাদিক - সমালোচক অমল হোমের ৩৬ তম তিরোধান দিবস।
২৬শে আগষ্ট (১৯১০)	—	প্রেমময়ী মাদার টেরিজার ১০১ তম জন্মদিবস।
২৯শে আগষ্ট (১৯৭৬)	—	বিদ্রোহীকবি নজরুল ইসলামের ৩৫ তম তিরোধান দিবস।
২৯শে আগষ্ট (১৯৭৯)	—	সাহিত্যিক - সমালোচক যোগানন্দ দাসের ৩২ তম তিরোধান দিবস।
৩১শে আগষ্ট (১৯৮৮)	—	রবীন্দ্র-স্নেহধন্যা সঙ্গীত সাধিকা কনক বিশ্বাসের (দাস) ২৩ তম তিরোধান দিবস।

—ঃ ২০১১ আগষ্ট মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৭ই আগষ্ট, ২০১১ — আচার্য - ডাঃ শুচিতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা স্মরণ - কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২২শে শ্রাবণ উপলক্ষে)
সঙ্গীত - শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী

রবিবার ১৪ই আগষ্ট, ২০১১ — আচার্য - শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - ব্রাহ্মযুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ—

৬৪ তম স্বাধীনতা দিবস ২০১১
ও
১৮৩ তম ভাদ্রোৎসব ১৪১৮

সোমবার ১৫ই আগষ্ট ২০১১ ঃ ৬৪ তম স্বাধীনতা দিবস
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা প্রার্থনা - শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সঙ্গীত - "মুক্তধারা"

রবিবার ২১শে আগষ্ট ২০১১ ঃ ।। ভাদ্রোৎসবের "উদ্বোধন" ।।
(৩রা ভাদ্র ১৪১৮) "শতবর্ষের আলোকে গীতাঞ্জলি" এবং
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা জন্মশতবর্ষে দেবব্রত বিশ্বাস
প্রার্থনা - শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
সঙ্গীত - ব্রাহ্ম যুবজন

বুধবার ২৪শে আগষ্ট ২০১১ ঃ ১৮৩ তম ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে
(৬ই ভাদ্র ১৪১৮) বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা আচার্য - শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সঙ্গীত - ব্রাহ্মযুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

শুক্রবার ২৬শে আগষ্ট ২০১১ ঃ ভক্তকবি অতুল প্রসাদ সেন ও প্রেমময়ী মাদার টেরিজা স্মরণে
(৮ই ভাদ্র ১৪১৮) বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা আচার্য - শ্রীঅরুণ রায়
সঙ্গীত - যুবজন
পরিচালনা - শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত

রবিবার ২৮শে আগষ্ট ২০১১ ঃ ১১৪ তম ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ প্রতিষ্ঠা দিবস
(১০ই ভাদ্র ১৪১৮) সাম্বৎসরিক উৎসব ও শান্তিবাচন
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা আচার্য - ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর
সঙ্গীত - শ্রীদেবাশিষ রায় ও যুবজন

আপনাদের সকলের সাদর উপস্থিতি কামনা করি।

—ঃ ২০১১ সেপ্টেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- প্রেমময়ী মাদার টেরিজা
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী
রবিবার ১১ই আগষ্ট, ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীরাজকুমার বর্মণ
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- কান্তকবি রজনীকান্ত সেন
		সঙ্গীত	- ব্রাহ্মযুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

—ঃ শোক সংবাদ ঃ—

বিগত ৬ই জুলাই বুধবার ২০১১ প্রয়াত বিনয় কুমার দাস ও প্রয়াতা শান্তিদায়িনী দাসের কন্যা, প্রয়াত সুধাংশু রায়ের পত্নী এবং শ্রী জয়ন্ত কুমার রায়, শ্রীসুদীপ্ত রায় ও শ্রীমতী সুচিত্রা রায়ের মাতা **শ্রীমতী অর্চনা রায়** ৯১ বছর বয়সে হাওড়ায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার ২০১১ প্রয়াতা করুণা কুমার দাস ও প্রয়াতা অমিতাভা (বেলা) দাসের পুত্র **শ্রীকল্যাণ কুমার** দাস ৯০ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৯ই জুলাই শনিবার ২০১১ প্রয়াত জ্যোৎস্না গাঙ্গুলী ও প্রয়াতা প্রতিমা গাঙ্গুলীর কন্যা, প্রয়াত অশোকরঞ্জন সেনের পত্নী এবং শ্রীচিরঞ্জিত সেনের মাতা **শ্রীমতী নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়** ৮২ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১২ই জুলাই ২০১১ মঙ্গলবার সকাল ১০-৪০ মিনিটে প্রয়াত লালমোহন চ্যাটার্জী ও প্রয়াতা প্রমিলা চ্যাটার্জীর পুত্র এবং শ্রীমতী শুভা চ্যাটার্জীর স্বামী ও শ্রীইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী মনিদীপা মুখার্জীর মাতা এবং সমাজের প্রবীন সদস্য তথা সমাজের কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় **শ্রীপ্রেমাংশু মোহন চ্যাটার্জী** কলকাতায় ৮৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রয়াত চ্যাটার্জীর ২০ রাণে ১০ উইকেট পাওয়ার রেকর্ড এখনও অম্লান আছে।

বিগত ১৮ই জুলাই ২০১১ সোমবার সকাল ১০-৪০ মিনিটে প্রয়াত মলয় কুমার গুপ্ত ও প্রয়াতা নীলিমা গুপ্তর কন্যা, প্রয়াত নরেন্দ্র বীর তাকিয়ার পত্নী এবং শ্রীঅরূপরতন তাকিয়ার মাতা **শ্রীমতী শিউলি তাকিয়া** ৮০ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

প্রার্থনা করি বিদেহী আত্মা পরম জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করুন। শোকার্ত পরিবার-পরিজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁদের এই অপূরণীয় ক্ষতি ও গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা ও সান্ত্বনা জ্ঞাপন করি।

—।। সভ্য-সভ্যা ।।—

সমাজের নিম্নলিখিত পুরাতন সদস্যবৃন্দ — শ্রীপৃথ্বীজিৎ দাস, শ্রীমতী পুষ্পশ্রী দাস ও শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষ প্রত্যেকে নিজস্ব চাঁদা তহবিল (MOS Fund) ১০০০ টাকা (র/নং যথাক্রমে ৫২৭, ৫২৮ ও ৫৪০) প্রদান করেছেন।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানঃ

বিগত ২৬শে জুন ২০১১ রবিবার সকাল ১০ টায় প্রয়াত পরিমল চন্দ্র বসুর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত, মানসী চ্যাটার্জী, অনন্যা চ্যটার্জী, শ্রিয়া রায়চৌধুরী, অভিজিৎ দেব, শৌভিক দেব ও সুরজিৎ ধর। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী শ্রিয়া রায়চৌধুরী ও শ্রীসৌমিত্র বসু। অনুষ্ঠানে বহু আত্মীয় পরিজন ও সুহৃদ উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ২রা জুলাই ২০১১ শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে প্রয়াতা কল্যাণী মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী কস্তুরী চক্রবর্ত্তী, রীতা চক্রবর্ত্তী, রীণা দোলন গঙ্গোপাধ্যায় ও উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী সীমা সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রণব রায় ও শ্রীমতী প্রতিমা মজুমদার। অনুষ্ঠানে বহু আত্মীয় পরিজন ও সুহৃদ উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ১০ই জুলাই ২০১১ রবিবার সকাল ১০টায় প্রয়াতা লক্ষ্মী চ্যাটার্জীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী কস্তুরী চক্রবর্ত্তী, মানসী চ্যাটার্জী, চন্দনা চ্যাটার্জী, আলোক বসু, অভিজিৎ দেব ও দেবাশীষ বসু। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীভাস্কর চ্যাটার্জী (পুত্র), শ্রীমতী সুস্মিতা বসু, শ্রীমতী সুহৃতা চৌধুরী, শ্রীসতী সেন (পাঠ করেন শ্রীমতী অলকানন্দা সেন), শ্রীমতী দেবকী সেন ও শ্রীমতী রূপা রায়। অনুষ্ঠানে বহু আত্মীয় পরিজন ও সুহৃদ উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ১৬ই জুলাই শনিবার ২০১১ সকাল ১০টায় প্রয়াত কল্যাণ কুমার দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীপ্রণব রায় এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী, চন্দনা চ্যাটার্জী, কস্তুরী চক্রবর্ত্তী, আলোক বসু ও অভিজিৎ দেব। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী, শ্রীমতী মহুয়া চ্যাটার্জী, শ্রীমতী সুমিত্রা চক্রবর্ত্তী, শ্রীমুকুল মাইতি (নাতি) এবং সুহৃদ শ্রীপি. কে. ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে বহু আত্মীয় পরিজন ও সুহৃদ উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ১৭ই জুলাই ২০১১ রবিবার সকাল ১০-৩০ মিনিটে সমাজ মন্দিরে প্রয়াত অশোকরঞ্জন (চাঁদ) দাসগুপ্তের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত, রাণী দাসগুপ্ত, শর্বরী রায়, চন্দ্রা সেনগুপ্ত, অনমিত্রা দাসগুপ্ত এবং জ্যোতিরঞ্জন (দুলাল) দাসগুপ্ত, অভিজিৎ দেব, সুগত রায় ও হিরন্ময় চৌধুরী। স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন যথাক্রমে শ্রীমান অরণি সেন (দৌহিত্র), শ্রীমতী কস্তুরী সেন (জ্যেষ্ঠা কন্যা) ও শ্রীসৌমেন রায় (কনিষ্ঠ জামাতা)। অনুষ্ঠানে বহু আত্মীয় পরিজন ও সুহৃদ উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ১৮ই জুলাই সোমবার ২০১১ সকাল ১০টায় প্রয়াতা নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত, মানসী চ্যাটার্জী, রীতাদোলন গঙ্গোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাস ও উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীচিরঞ্জিৎ সেন (পুত্র), শ্রীমতী পদ্মিনী সেন (পুত্রবধূ), শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায় ও শ্রীমতী অঙ্কিতা ঘটক। অনুষ্ঠানে বহু আত্মীয় পরিজন উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ২৪শে জুলাই ২০১১ রবিবার সকাল ১০ টায় সমাজ মন্দিরে প্রয়াত প্রেমাংশু মোহন চ্যাটার্জীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীপ্রণব রায় এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত, অনন্যা চ্যাটার্জী, মানসী চ্যাটার্জী, রীণা দোলন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিজিৎ দেব, সৌরভ চ্যাটার্জী ও সন্দীপ দাস.....। স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জী (পুত্র), শ্রীপার্থ আনন্দমোহন চ্যাটার্জী (ভ্রাতুষ্পুত্র) ও নাতি শ্রীসৌরভ চ্যাটার্জীর স্মৃতিচারণ পাঠ করেন শ্রীমতী মঞ্জুলা চ্যাটার্জী এবং শ্রীসুব্রত চ্যাটার্জী (ডানলপ কোম্পানীর সহকর্মী)। বহু আত্মীয় পরিজন ও খেলোয়াড় জগতের বিশিষ্টজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণঃ

বিগত মাসের (জুলাই ২০১১) রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনায় অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের তিরোধান দিবস (চতুর্থ রবিবার) স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। সাপ্তাহিক উপাসনায় শ্রীতপোব্রত ব্রহ্মচারী (প্রথম রবিবার), শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত (তৃতীয় রবিবার), শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি (চতুর্থ রবিবার) ও ডঃ দেবাশিষ সেন (পঞ্চম রবিবার) আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী উদিতা রায়, তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা, চতুর্থ রবিবার শ্রীকৌশিক দে ও পঞ্চম রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত।

বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ

বিগত ১০ই জুলাই ২০১১ রবিবার ডাঃ বিনায়ক সেনের সঙ্গে আলাপ চারিতার অনুষ্ঠানে প্রার্থনা করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জী, অনুরাধা বসু ও সুমন মজুমদার। অনুষ্ঠানে আশানুরূপ ভক্ত সমাগম হয়।

An Informal Talk with Dr. Binayak Sen

Dr. Binayak Sen was invited to have an informal talk at the Brahmo Sammilan Samaj on Sunday, July 10, 2011.

Sm. Sunanda Das. President of the Samaj welcomed Dr. Binayak Sen with a boquet of flowers.

Sri Prosad Ranjan Roy, Vice-President of the Samaj initiated the discourse with a brief life-sketch of Dr. Binayak Sen, son of late D. P. Sen (ex-vice-president of Brahmo Sammilan Samaj) and Sm Anasua Sen (an noted exponent of Brahmo Sangeet). Dr. Binayak Sen is alumni of Calcutta Boy's School, Kolkata and Christian Medical Collage, Vellore. Sri Roy also mentioned, the distinguished human right activities have already bagged — (1) the Paul Hirrison Award in 2004 for a life time service to the rural poor by the Christian Medical Collage, Vellore, (2) the R. R. Keithan Gold Medal by the Indian Academy of Social Sciences (ISSA) on 31 December 2007 for "his outstanding contribution to the advancement of science of Nature -Man-Society and his honest and sincere application for the improvement of quality of life of the poor, the downtrodden and the oppressed people of Chattisgarh", (3) the Jonathan Mann Award for Global Health and Human Rights in 2008 — "Dr. Sen's accomplishments speak volumes about what can be achieved in very poor areas when health practioners are also committed community leaders. He staffed a hospital created by and funded by impoverished mine workers and he has spent his lifetime educating people about health practises and civil liberties - providing information that has saved lives and improved conditions for thousands of people. His good works need to be recognized as a major contribution to India and to global health, they are certainly not a threat to state security", — (4) the Gwangju Prize (from South Koria) for Human Rights 2011 – "Dr. Sen, as an accomplished medical practitioner has distinguished himself by his devotion to providing health services for the poor and by his strong advocacy against human rights violations and structural violence inflicted on the poor in Chattisgarh, a state in central India." Sri Roy very aptly remarked that Dr. Sen's achievements is the true example of "Universal Brotherhood of mankind" — the motto Raja Rammohan Roy dreamt in forming Brahmo Samaj.

Dr. Sen started his talk thanking the Samaj for inviting him and very modestly said " as I am amongst the parents, relatives and friends, I do not have anything to say about myself". He said his works amongst the down-trodden started when a natural calamity made them homeless. The activities started for providing medical-aids, fresh waters and giving shelters. Dr. Sen stressed on the Social Inequality that is persisting

throughout India. He pointed that 40% of Indian Population, (60.5% in Scheduled Castes, 50% in scheduled tribes) are suffering from mal-nutrition, their Body Mass Index is less than 18.5%. He pointed out that according to World Health Organisation (WHO) any country whose 40% population is below BMI of 18.5% is Femine-Struck.

As a member of the 12th Planning Commission Dr. Sen told that he will emphasise on : (1) Universal Right to Health Care - Health in broader sense (i.e. not only for sick people, but to all human beings for their medical needs) (2) Zero Cash transactions for medical treatment (financial transaction in backstage with the suppor of Government) (3) Emphasising in favour of allocation for Health Sector from present rate of 1.1% Gross Domestic Product to 3%.

Dr. Sen also emphasised on right to food for all. He pointed out that the Planning Commission will review the drug and food regulatory mechanism in the country to ensure access to quality and safe drugs and wholesome food in the country. He told that the adverse sex ratio and child sex ratio, healthcare in urban and rural areas, are to be taken care of.

He remarked that social changes cannot be done through law. He stressed that he along with his colleagues started protesting against the lack of infrasturucture for the existence of the downtrodden in a coustructive way and openly. he asked the gathering — what is there opinion of the present state of affairs — what does the inspiriation of our Brahmo Dharma say — it is not possible to remain silent or neutral where Universal Brotherhood of Mankind is not taken care of. He specifically opined — "to remain silent means to support the present situation of social inequality."

This thought-provoking discourse come to and end when at the request of Sri Prasum Ganguly, Secretary of the Samaj, Sm. Sunanda Das, the President of the Samaj handed over a presentation comprising of books to the Honoured Guest Dr. Binayak Sen.

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ ডঃ আশীষ দাস — ১০০০ টাকা (র/নং ২৫৫৭); শ্রীমতী রীতা বিশ্বাস (ডাকমাশুল বাবদ) — ২০০ টাকা (র/নং ২৫৫৮); শ্রীসুব্রত দাসগুপ্ত (ডাকমাশুল বাবদ) — ১০০ টাকা (র/নং ২৫৫৯); শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী প্রয়াত ভ্রাতা আশীষ কুমার বিশ্বাসের দশম মৃত্যুবার্ষিকী এবং প্রয়াত ভ্রাতা অধীপ কুমার বিশ্বাসের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে) — ২০০০ টাকা (র/নং ২৫৬২); শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী (ডাকমাশুল বাবদ) — ২০০ টাকা (র/নং ২৫৬৩); শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি (ডাকমাশুল বাবদ) — ১০০ টাকা (র/নং ২৫৬৪); শ্রীভাস্কর চ্যাটার্জী (প্রয়াতা মাতা লক্ষ্মী চ্যাটার্জীর আদ্যশ্রাদ্ধ (১০/০৭/১১) উপলক্ষে) — ২০০০ টাকা (র/নং ২৫৬৫); শ্রীমতী সুস্মিতা বসু (প্রয়াতা লক্ষ্মী চ্যাটার্জীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৫৬৬); শ্রীঅরবিন্দ সিন্‌হারায় (প্রয়াত জয়ন্ত মজুমদারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২০০০ টাকা (র/নং ২৫৭০); শ্রীচিরঞ্জিত সেন (প্রয়াতা মাতা নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ (১৮/০৭/২০১১) উপলক্ষে) — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৫৭৫); শ্রীমতী রীতা বিশ্বাস (প্রয়াত স্বামী অধীপ কুমার বিশ্বাসের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী (০৮/০৮/২০১১) উপলক্ষে) — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৫৭৬); শ্রীমতী কস্তুরী সেন (প্রয়াত পিতা অশোকরঞ্জন দাসগুপ্তর স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৫৮০)।

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীমতী শ্যামলী নন্দী (প্রয়াতা মাতা লক্ষ্মী চ্যাটার্জীর আদ্যশ্রাদ্ধ (১০/০৭/২০১১) উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৫৫৩); শ্রীঅভিজিৎ মজুমদার (প্রয়াতা মাতা কল্যাণী মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধ (২/৭/২০১১) উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৫৫৫); শ্রীচিরঞ্জিত সেন (প্রয়াতা মাতা নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ (১৮/০৭/২০১১)

উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৫৬১); শ্রীমতী অঞ্জলি সেন (প্রয়াত কল্যাণ কুমার দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ (১৬/০৭/২০১১) উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৫৬৮); শ্রীমতী শর্বরী রায় (প্রয়াত পিতা অশোকরঞ্জন দাসগুপ্তর আদ্যশ্রাদ্ধ (১৭/০৭/২০১১) উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৫৭৯); শ্রীসৌরভ চ্যাটার্জী (প্রয়াতা পিতামহ প্রেমাংশুমোহন চ্যাটার্জীর আদ্যশ্রাদ্ধ (২৪/০৭/২০১১) উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৫৮২)।

ট্রাষ্ট ফণ্ডে সংযোজন ঃ সুধাংশুভূষণ কিরণবালা সিংহরায় ট্রাষ্ট ফণ্ড— শ্রীমতী অলকা ব্যানার্জী — ১০০০ টাকা (র/নং ২৫৬৯)

নতুন ট্রাষ্ট ফণ্ডে সংযোজন ঃ দীপিকা বসু ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ বিগত মাসে শ্রীসমীর চৌধুরী (৬৭০০০ টাকা প্রদান করে) গঠিত তাঁর ভগিনীর নামাঙ্কিত এই ট্রাষ্ট ফণ্ডে শ্রীসমীর চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী কনস্টেনস্ (কনি) চ্যাটার্জী (চৌধুরী) তাঁর ননদিনীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ৩৩০০০ টাকা (র/নং-২৫৫৬) সংযোজন করে এই ট্রাষ্ট ফণ্ডের মূলধন মোট ১,০০,০০০ টাকা করেছেন। দাতার নির্দেশ অনুযায়ী এই মোট আমানতের সুদ সমাজের নৈশ বিদ্যালয়ের দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। কোন কারণে ভবিষ্যতে এই আমানতের সুদ নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করা না গেলে সেই সুদ সমাজের সাধারণ ফণ্ডের জন্য ব্যয় করা যাবে।

নতুন ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ অশোকরঞ্জন (চাঁদ) দাসগুপ্ত ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ শ্রীমতী রাণী দাসগুপ্ত ও তাঁর শৈশবের বান্ধবী ডঃ মঞ্জু দাশগুপ্ত প্রত্যেকে ৫০০০ টাকা (র/নং যথাক্রমে ২৫৭৪ ও ২৫৭৩) মোট ১০০০০ টাকা প্রদান করে সমাজের সেবক তথা সমাজের কার্যকরী সমিতির প্রাক্তন সদস্য ও সমাজের দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ের দীর্ঘকালীন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ তাঁদের প্রিয় ভ্রাতা প্রয়াত অশোকরঞ্জন (চাঁদ) দাসগুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গঠন করেছেন। দাতাদের নির্দেশ অনুযায়ী এই আমানতের সুদ সমাজের দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। কোন কারণে ভবিষ্যতে এই আমানতের সুদ উক্ত দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ের জন্য ব্যয় করা না গেলে সেই সুদ সমাজের সাধারণ ফণ্ডের জন্য ব্যয় করা যাবে।

মেমোরিয়াল বিল্ডিং রিপেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীপ্রদীপ কুমার সেন ও শ্রীমতী অঞ্জলি সেন (প্রয়াত কল্যাণ কুমার দাসের স্মরণে) — ১০০০ টাকা (২৫৭২); কমোডর সুব্রত বোস (প্রয়াত ভ্রাতা কল্যাণ কুমার দাসের মৃত্যু ১৭/০৭/১১ উলপক্ষে) — ৩০০০ টাকা (র/নং ২৫৭৭); শ্রীসমীর গুপ্ত (প্রয়াতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী শিউলি তাকিয়ার (২২/০৭/২০১১) আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৫৮৩)।

নৈশবিদ্যালয় ফণ্ড ঃ কমোডর সুব্রত বোস (প্রয়াতা মাতা সুচরিতা বোস এবং প্রয়াত পিতা আশা কুমার বোসের স্মরণে) — ২৫০০ টাকা (র/নং ২৫৭৭)।

দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ফণ্ড ঃ শ্রীরজত কুমার মজুমদার (প্রয়াতা মাতা মঞ্জুষা মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধ (১২/০৬/২০১১) উপলক্ষে) — ৮০১ টাকা (র/নং ১৯০)।শ্রীমতী শর্বরী রায় (প্রয়াত পিতা অশোকরঞ্জন দাসগুপ্তর স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৫০০০ টাকা (র/নং ১৯৩); শ্রীঅভিজিৎ মজুমদার (প্রয়াতা মাতা কল্যাণী মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধ (২/৭/২০১১) উপলক্ষে) — ২০০ টাকা (র/নং ১৯৪); কমোডর সুব্রত বোস (প্রয়াতা মাতা সুচরিতা বোস এবং প্রয়াত পিতা আশা কুমার বোসের স্মরণে) — ২৫০০ টাকা (র/নং ২৫৭৭)।

—ঃ ভ্রম সংশোধন ঃ—

বিগত জুলাই ২০১১ ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তায় শোক সংবাদ বিভাগে প্রয়াত সঞ্জিত সিন্‌হার মৃত্যু সংবাদ পরিবেশনে মৃত্যুর স্থান চণ্ডীগড়ের পরিবর্তে কলকাতা মুদ্রিত হয়েছে। এই ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

—।। বিশেষ আবেদন ।।—

।। ভবানীপুর চ্যারিটেবল হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ।।

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের অন্তর্গত এই জনকল্যাণমূলক সংস্থাটি দীর্ঘ ৬৬ বছর ধরে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে দুঃস্থ, অসুস্থ, পীড়িত মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ করে আসছে। সমাজের সহানুভূতিশীল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের অর্থিক সাহায্য ও চিকিৎসালয়ের সদস্যদের চাঁদা ও আনুকূল্যে এই সেবার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এর সেবা কার্য আরো উন্নত করা ও বেশি মানুষের মধ্যে আরো প্রসারিত করার সময় এসেছে। বর্তমানে অর্থাভাবে এর পরিচালন কার্য বিঘ্নিত হচ্ছে। অবিলম্বে আপনাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য প্রয়োজন।

কালের নিয়মে এখন প্রবক্তারা অনেকেই প্রয়াত তাই এই কাজের দায়িত্ব নতুনদের নিতে হবে। সকল সহৃদয় মানুষের কাছে বিশেষ করে নবীনদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটির সদস্যপদ গ্রহণ করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাই।

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে ১লা এপ্রিল ২০০৬ থেকে এর বার্ষিক চাঁদা বর্দ্ধিত করে ৫০ টাকা এবং এককালীন ন্যূনতন ৫০০ টাকা (সদস্যের নিজস্ব চাঁদা তহবিল (MOS Fund) করা হয়েছে। যাঁরা ৩০০ টাকা দিয়ে MOS Fund খুলেছিলেন তাঁরা আরো ২০০ টাকা বা তার অধিক দিয়ে এই ফণ্ডটি বর্দ্ধিত করতে পারেন।

সকলের শুভ কামনা ও সহযোগিতা কামনা করি।

সন্দীপ কুমার বসু	ডাঃ অরুণকুমার মিত্র	সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ	সভাপতি	সম্পাদিকা

—।। বিশেষ ঘোষণা ।।—

ভারত সরকারের রেজিস্ট্রেশন অফ নিউজপেপার্স (সেন্ট্রাল) রুলস, ১৯৫৬ অনুসারে প্রতিটি সংবাদপত্রের একটি আর এন আই নম্বর থাকা প্রয়োজন। এতাবদ্‌কাল এই নম্বর ব্যতীত যে কোন সংবাদপত্র ডাকে পাঠানোর সুযোগ ছিল। অধুনা ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ প্রতিটি সংবাদপত্রে ডাক মাশুলে বিশেষ সুবিধার জন্য পোষ্টাল রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সঙ্গে আর এন আই নম্বর বাধ্যতামূলক করেছেন। এই আর এন আই নম্বর পাওয়ার জন্য যথাযোগ্য স্থানে আবেদন করা হয়েছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যতদিন না আর এন আই নম্বর পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন অবধি প্রতিটি সংখ্যার ডাক খরচ ২৫ পয়সার পরিবর্তে **চার টাকা** লাগবে।

NOTICE

As per unanimous decision in the Annual General Meeting held on 12.09.2010, the Annual Subscription has been revised to Rs. 100/- w.e.f. 01.04.2011 from previous subscription of Rs. 50/-. The Member's Own Subscription Fund (MOSF) has been revised to Rs. 1000/- wef 01-04-2011.

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.

Date of Publication : 1st August, 2011